COMPILED AND CIRCULATED BY PROF. TAPAS RANA,
DEPARTMENT OF SANSKRIT, NARAJOLE RAJ COLLEGE

মহাকবি মাঘ ও শিশুপালবধ মহাকাব্য

মহাকবি মাঘ শিশুপালবধ মহাকাব্যের রচয়িতা । পূর্বসূরী সমস্ত কবিদের মতোই মাঘের জীবনী প্রায় অজ্ঞাত। মাঘের জীবনবৃত্ত সম্পর্কে তেমন নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র পাওয়া যায় না। তবে শিশুপালবধে'র অন্তিমভাগে পাঁচটি শ্লোকে কবি প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে তার সম্পর্কে কিছু বিষয় জানতে পারা যায়। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ বর্তমান তার কারণ উক্ত শ্লোকগুলির টীকাভাষ্য মল্লিনাথ কর্তৃক রচিত নয়। ফলে শ্লোকগুলি মহাকবির রচনা কিনা সে নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কবির পিতার নাম দত্তক সর্বাশ্রয়। পিতামহ ছিলেন রাজা বর্মলাতের মন্ত্রী ।মতান্তরে সুপ্রভদেব ছিলেন ধর্মনাভ রাজার মহামন্ত্রী।

"সর্বাধিকারী সুকৃতাধিকারঃ শ্রীধর্মনাভস্য বভূব রাজ্ঞঃ।

অসক্তদৃষ্টির্বিরজাঃ সদৈব দেবোহপরঃ সুপ্রভদেবনামা।"

রাজা ধর্মনাভ সব সময় সুপ্রভদেবের উপদেশ গ্রহণ করতেন।মাঘ কোথাকার লাোক ছিলেন এ বিষয়েও নানা মত প্রচলিত। ভাোজপ্রবন্ধে তাঁকেগুর্জর (গুজরাত) দেশবাসী বলা হয়েছে। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধ চিন্তামণি' গ্রন্থে তার বাসস্থান শ্রীমালনগর বলে উল্লিখিত। পণ্ডিত শ্রীদুর্গাপ্রসাদ পরব 'শিশুপালবধে'র একটিপুঁথির পুষ্পিকায়—"ইতি শ্রীভিন্নমালবাস্তব্যদত্তক-সুনাোর্মহাবৈয়াকরণস্য মাঘস্য কৃতৌ শিশুপালবধে"– এই পাঠ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কারাো কারাো ধারণা পুষ্পিকায় প্রদত্ত 'ভিল্লমাল' গ্রামখানি গুজরাতমারবাড় সীমান্তস্থিত 'ভিমালা' গ্রামকেই নির্দেশ করে।উক্তপুস্পিকার একটি পাঠান্তর পাওয়া যায় তা হল, "ইতি ভিন্নমালববাস্তব্য। অথাৎ'ভিন্নমালব'-এর অধিবাসী ছিলেন মাঘ। ভিন্নমালব' স্থানটি ও বর্তমান '

মাঘের আবির্ভাবকাল সম্পর্কেও বাদানুবাদের অন্ত নেই। কবির কালনির্ণয়-বিষয়কতথ্যাবলী এখানে উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

(১) মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধচিন্তামণি' গ্রন্থে মাঘকে ধারাধিপতি ভাোজের সমকালীন বলা হয়েছে। বল্লাল কবিও 'ভাোজপ্রবন্ধে'অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন। রাজা ভাোজের কাল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক, সুতরাং মাঘও ঐ সূত্রে একাদশ শতকের কবি।

(২) প্রভাচন্দ্রের প্রভাবকচরিত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সিদ্ধ নামে মাঘের একপিতৃব্যপুত্র 'উপমিতিভব প্রপঞ্চ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ দুই গ্রন্থানুসারে মাঘের কাল খ্রীষ্টীয় দশম বা একাদশ শতক।

(৩) ভাোজরাজ (একাদশ শতকের) তাঁর 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণে' মাঘের উল্লেখ করায় মাঘের কালসীমা একাদশ শতকের পারে নয়।

(৪) বামন (অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে) এবং আনন্দবর্ধন (নবম খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি) মাঘের উল্লেখ করেছেন। এই বিচারে সপ্তম খ্রীষ্টাব্দকে মাঘের আবির্ভাবকাল বলতে হয়।

(৫) Macdonell- এর মতে খ্রীষ্টীয় নবম বা দশম শতকে রচিত হয়েছিল ' শিশুপালবধকাব্য।

(৬) ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, মাঘ-কাব্যের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক।

(৭) Jacobi- র মতে, মাঘ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতকের পূর্ববর্তীকালের কবি। তিনি লিখেছেন," We therefore, cannot place Magha later than about the middle of the Sixth century. " (Viena Oriental Journal.,Part II, 2)

(৮) ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দে একটি কর্ণাট-দেশীয় লেখে মাঘকবির উল্লেখ দেখা যায়।

(৯) নৃপতুঙ্গ তার কবিরাজমার্গ ' গ্রন্থে (১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ) মাঘের উল্লেখ করেছেন।

(১০) সাোমদেব তার যশস্তিলকচ'তে (৯৫৯ খ্রীঃ) মাঘের নামের উল্লেখ করেছেন।

(১১) রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা'য় (নবম শতক) মাঘের শ্লোক উদ্ধৃত।

(১২) বর্মলাত রাজার একটি শিলালেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। রচনাকাল ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ। মাঘের পিতামহ সুপ্রভবদেব বর্মলাট বা বর্মলাতের মন্ত্রী ছিলেন। সুতরাং মাঘ ঐ সময়ের পরবর্তীকালের। কিন্তু উক্ত লেখটির ভিত্তিতে মাঘের সময় নিরূপণ সম্ভব নয়। কারণ, মাঘের আত্মপরিচয়মূলক শ্লোকগুলিতে তার সময়ে নরপতির নাম বর্মলাট, বর্মলাত, বর্মলা, বর্মল, ধর্মপ্রভ, শ্রীধর্মনাথ, শ্রীচর্মলাভ প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই নামের কোনটি সঠিক তা জানা যায় না।

(১৩) ভারবির পরবর্তীকালের কবি মাঘ। ভারবির কাল ৭ ম শতকের পূর্ববর্তী বলা হয়েছে।

(১৪) Winternitz- এর মতে, খ্রীষ্টীয় সপ্তমশতক হল মাঘের আবির্ভাবকাল।

(১৫) ধনঞ্জয় দশরূপকে ' (৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) মাঘের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

(১৬) মাঘ ' ভট্টিকাব্য ' ও জানকীহরণ'কাব্য জানতেন। দুটি কাব্যই খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের।

উপরিউক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যায় ' শিশুপালবধে'র রচয়িতা মাঘের সময়কাল সপ্তম শতকের শেষার্ধ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যবর্তী কোনাো কবি সময়ে।

মহাকাব্যের উৎস : সনাতন ভারতবর্ষের অন্যতম মহাকাব্য মহাভারত শিশুপালবধমহাকাব্যের উৎস। মহর্ষি বেদব্যাসের মহাভারতের সভাপর্বের ৩৩-৪৫ অধ্যায়ে শিশুপালের কাহিনী বর্ণিত আছে। শিশুপাল বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে এবং বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের পঞ্চদশ অধ্যায়েও বিকৃত হয়েছে। ফলে মাঘ রচিত শিশুপালবধ মহাকাব্য মহাভারত,

শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের এই তিনের সমন্বয়ে সৃষ্টি বলা চলে। মহাকবি মাঘ আপন কল্পনাচাতুর্য ও কবিত্বশক্তির সাহায্যে মহাভারতীয় ও পৌরাণিক কথাসূত্রগুলিকে গ্রথিত করে শিশুপালবধ মহাকাব্য রচনা করেন। ' অপারে কাব্য সংসারে কবিরের প্রজাপতিঃ। যথাস্মৈ রাোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে ' — অলঙ্কারশাস্ত্র প্রদত্ত এই অধিকারবলে মাঘকবি মহাভারত, ভাগবত ও বিষ্ণু পুরাণের কাহিনীর প্রয়াোজনীয় সংস্কার সাধান করে তাঁর মহাকাব্যে পরিবেশন করেছেন। যেমন— মহাকাব্যের ঘাোড়শ সর্গে সাত্যকিকে কৃষ্ণের সঙ্গী ও আত্মীয় হিসেবে আনা হয়েছে শিশুপালের দূতের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর দিতে। এই ঘটনা মহাভরতে অনুপস্থিত। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত জরাসন্ধকে স্মরণ করে মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যাোগ দিতে বলেছেন। কারণ উদ্ধব বুঝতে পেরেছিলেন যে সেখানেই শিশুপালের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটবে। মহাভারতের সভাপর্বে চতুর্থ পাণ্ডব নকুল শ্রীকৃয়ের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত কবি মাঘ পিতামহ ভীষ্মের পরামর্শে পাণ্ডবপ্রধান যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তার প্রাণের দেবতাকে অর্ঘ্য দেওয়ালেন। শিশুপাল যে পূর্ব পূর্ব জীবনে রাবণ ও হিরণ্যকশিপু ছিলেন, তা মহাভারতে সামান্য আকারে উল্লিখিত থাকলেও বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে। কিছু কিছু কাহিনী সূত্র উক্ত দুই গ্রন্থে পাওয়া গেলেও মাঘকবি প্রধানত মহাভারতকে উপজীব্য করেই তাঁর মহাকাব্য রচনা করেছেন। তবে সূত্রপ্রাপ্ত কাহিনীগুলিকে কবি তাঁর কবিত্বশক্তির দ্বারা মহাকাব্যে পরিবেশন করে নতুন অর্থ সংযাোজন করেছেন। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনের প্রসিদ্ধ শ্লোকটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়-

দৃষ্টপূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ।

সর্বেনবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ-।

মধুমাসবসন্তে যেমন বৃক্ষসমূহ সম্পূর্ণ নূতনরূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি রসপূর্তিতে অভিরাম অতিপরিচিত বৃত্তান্তকে নূতন বলে প্রতিত হয়। ঠিক তেমনভাবে শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত কে মহাকবি ,শিশুপলবধ মহাকাব্যের মাধ্যমে তাঁর প্রতিভার জাদুস্পর্শে পাঠক দরবারে পরিবেশন করেছেন ।

শিশুপালবধ মহাকাব্যের বিষয়বস্তু : মহাকবি মাঘ বিরচিত ' শিশুপালবধ বিংশসর্গে রচিত মহাকাব্য। মহাকাব্যের মূলবিষয় অত্যাচারী চেদিরাজ শিশুপালের নিধন। অলঙ্কারশাস্ত্র প্রদত্ত অধিকার বলে মহাকবি মাঘ আপনরুচি ও পছন্দ অনুসারে তার মহাকাব্যের রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন।

প্রথম সর্গের বিষয়সূচি-শ্লোকসংখ্যা পাঁচাত্তর। দেবরাজ ইন্দ্রের বার্তা বহন করে দেবদূত নারদ এসেছেন বসুদেবগৃহে কৃষ্ণের নিকটে। দেবর্ষি নারদ অত্যাচারী শিশুপালের পুর্বজন্মেও হিরণ্যকশিপু ও রাবণরূপে যে দৌরাত্ম করেছিলেন, তার বর্ণনা দিয়ে, শিশুপালের আশুবিনাশের নীরব সম্মতি আদায় করে বিদায় গ্রহণ করেন। এই সর্গ 'কৃষ্ণনারদ সম্ভাষণম্ ' নামে পরিচিত।

প্রথম সর্গের বিষয় সংক্ষেপ: শিশুপালের নিধন বার্তা নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের দূতরূপে দেবর্ষি নারদ মর্ত্যভূমিতে বসুদেবগৃহে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসছেন। স্বর্গলাোক থেকে পৃথিবীলাোকে তিনি আকাশমার্গে চতুর্দিকে দিব্য আলাোকের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে আসছেন। মর্ত্যলাোকবাসী এমন কি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই অলৌকিক অবতরণ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ। অনুগমনকারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু দেবগণকে বিদায় দিয়ে ব্রহ্মানন্দন নারদ অবতরণ করেন দ্বারকায় কৃষ্ণের গৃহে।

নবঘনপরিবেষ্টিত কপূরশুভ্র নারদ গজচর্মপরিহিত, ভস্মভূষিত মহাদেবের মতাো শাোভিত। নারদের মস্তকে পিঙ্গল জটাজুট। শরচ্চন্দ্রের মতাো তার দীপ্তি। পরিধানে কৃষ্ণমৃগচর্ম। তাকে মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ হিমালয়ের মতাো। সুবর্ণতন্তুতে নির্মিত উপবীত ও কটিদেশে মুঞ্জমেখলা শাোভিত নারদ বলরামসদৃশ দীপ্তিমান। শারদমেঘের মতাো তিনি প্রতিভাত হচ্ছিলেন। বিচিত্র মৃগচর্ম পরিহিত নারদ ঐরাবতপৃষ্ঠে উপবিষ্ট ইন্দ্রসদৃশ শাোভাসম্পন্ন। মহতী বীণার তারে রক্তাভ অঙ্গুষ্ঠের আঘাতে সুমধুর ধ্বনি তুলে চলেছেন নারদ। অঙ্কুষ্ঠের রক্তিমতায় তার স্ফটিকমালা রঞ্জিত। আকাশমার্গে বায়ুর আঘাতে বীণার তন্তুতে সুমধুর সুর তুলে দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হলেন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে।

ব্রহ্মজ্ঞ নারদকে স্বগৃহে আসতে দেখে গৃহস্থ শ্রীকৃয় অতিশয় পুলকিত।অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের উচ্চাসন থেকে নেমে আসেন। আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে মহাজ্ঞানী নারদকে সম্যক্ পূজা করেছেন। কারণ তিনি জানেন সজ্জনগণ প্রতিবশে অপুণ্যকারীদের গৃহে যান না। শ্রীকৃষ্ণ তুষারশুভ্র নারদকে উচ্চাসনে বসালেন।

তখন উভয়ের সৌন্দর্যে সন্ধ্যাকালীন আকাশে চন্দ্রের শাোভা প্রতিফলিত হচ্ছিল। শ্রীহরি অতিথি নারদকে সম্মান জানিয়ে নিজেও সম্মানিত হন, কারণ পূজ্য ব্যক্তিগণ পূজার দ্বারাই বশীভূত হন। মহর্ষি নারদ সর্বতীর্থবারি শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ছিটিয়ে দেন, শ্রীকৃষ্ণ তা নত মস্তকে গ্রহণ করেন। সমাগত অতিথি নারদের অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের পরিধানে তপ্তকাঞ্চনসদৃশ পীতবসন। তিনি তখন বাড়বানলশিখায় আলিঙ্গিত সমুদ্রের ন্যায় শাোভা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নীল আভা নারদের শুভ্রকান্তির সাথে মিলিত হয়ে পত্রান্তরালে গলিত চন্দ্রকিরণের মতাো দেখাচ্ছিল। প্রস্ফুটিত তমালপুষ্পও সপ্তপর্ণী পুষ্পের মতাো শুভ্রতাবিশিষ্ট জ্ঞানগৌরবে গৌরবান্বিত শ্রীকৃষ্ণও নারদ পরস্পর পরস্পরকে শাোভিত করেন। নারদের আগমনে শ্রীকৃষ্ণ পরমপ্রীতিলাভ করেন। আনন্দের অভিব্যক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল পদ্মপুষ্পের মতাো বিকশিত।

নারদের উপস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণ তৃপ্ত। তথাপি তার আগমনের প্রয়াোজন জানতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুল। সম্মানীয় অতিথিকে প্রত্যক্ষভাবে আগমন কারণ জিজ্ঞাসা শিষ্টতাবিরাোধী। তাই পরাোক্ষভাবেই শ্রীকৃষ্ণ আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

নারাদর বক্তব্য:-শ্রীকৃষ্ণ পুরাণ পুরুষ, আদি দেবতা। তাঁর দর্শন যাোগীদের চিরপ্রার্থিত। নারদ তাঁর দর্শন লাভের জন্যই এসেছেন। প্রকৃতি -বিকৃতি বিচ্ছিন্ন অসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরমাত্মা। তথাপি জগতের ভার লাঘবের জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হন। সমুদ্রমন্না পৃথিবীকে বরাহরুপে তিনিই উদ্ধার করেন। ভববন্ধনমাোচনকারী শ্রীকৃষ্ণ আপন গুণরাশির দ্বারা দেব-দানব-গন্ধর্ব সকলকেই অতিক্রম করেছেন। জগৎকে পাপমুক্ত করা শ্রীকৃষ্ণের কর্ম। এজন্মে ও একই উদ্দেশ্যে তার আবির্ভাব। অত্যাচারী কংস তাঁর হাতেই নিহত হয়েছে। রাতের অন্ধকার সূর্য ছাড়া আর কেই বা দূর করতে সমর্থ?

জগতের উৎপীড়কদের বিনাশ করা যাঁর নিত্য কর্ম, সেই পরমপুরুষের কাছে দেবরাজ ইন্দ্র একটা অনুরাোধ পাঠিয়েছেন সেটা নিবেদনের জন্যই নারদের কৃষ্ণসদনে আগমন। নারদ জানালেন — দৈত্যজননী দিতির অন্যতম পুত্র হিরণ্যকশিপু। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বিনাশকারী হিরণ্যকশিপুর ভয়ে দেবগণ সদা সন্ত্রস্ত। দিকপালদের ঐশ্বর্য অপহরণ করেছে সে। ইন্দ্রের শাসনে, দেবগণের, যে দুর্গ, অস্ত্র, সৈন্য প্রভৃতি শাোভা ও মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল, ভবিষ্যৎ যুদ্ধের কথা মাথায় রেখে দেবগণ সেগুলি নূতন রূপে সজ্জিত করছেন। পরাধীন দেবগণ হিরণ্যকশিপুর যাত্রাপথে সদা নতমস্তকে অবস্থান করেন। তাঁদের রত্নখচিত মুকুট অতীত গৌরব হারিয়ে শুধু অলঙ্কারে পরিণত হয়েছে। ত্রিজগতের ত্রাস সেই হিরণ্যকশিপু নৃসিংহরূপী শ্রীভগবানের নখরাঘাতে নিহত হয়।এই হিরণ্যকশিপু পরজন্মে রাবণরূপে অবতীর্ণ হয়। সে পূর্বজন্মে দেবতাদের উৎপীড়ন করেও ক্ষান্ত হয় নি। উৎপীড়নের বাসনা নিয়েই হিরণ্যকশিপু রাবণরূপে জন্ম নেয়। অত্যন্ত সাহসিক কর্মানুরাগী রাবণ ত্রিভুবনের আধিপত্যলাভে নিজের দশম মস্তক ছিন্ন করে ভগবান শিবের প্রসন্নতা লাভে সচেষ্ট হয়েছিল। কৈলাসপর্বতকে উত্তোলন করতে সে সচেষ্ট। দেবরাজ ইন্দ্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে, স্বর্গরাজ্য অধিকার করে, নন্দন কানন বিনষ্ট করে, দেবসম্পত্তি ও সুরাঙ্গনাদের অপহরণ করে রাবণ স্বর্গরাজ্যকে শ্রীহীন করে তুলে। রাবণের ভয়ে ইন্দ্র সর্বদা পলায়মান। আত্মরক্ষায় দেবরাজ সুমেরু পর্বতের গুহায় অবস্থান করেন।

ভগবান বিষ্ণুর অমাোঘ অস্ত্র সুদর্শনচক্র। কিন্তু এই দৈবী শক্তিও শিবের বরে বলীয়ান রাবণের মস্তক ছেদনে ব্যর্থ। রাবণ অগ্রজ কুবেরের নিধি ও পুষ্পক বিমান অপহরণ করে। বরুণদেবের অব্যর্থ নাগপাশ অস্ত্রও রাবণকে বন্ধন করতে ব্যর্থ। যমবাহন মহিষের। শৃঙ্গে তার ধনুক নির্মিত হয়। প্রখর সূর্য তার ভয়ে উত্তাপ প্রদান থেকে বিরত হয়ে নম্রতেজে রক্ষারমণীদের সেবা করেন। চন্দ্র তার নর্ম সহচর। গণপতির দাঁতে রাবণের পত্নীদের কর্ণভূষণ নির্মিত হচ্ছে। বায়ু তীব্র প্রবাহে রমণীদের বসনচ্যুতি ঘটিয়ে তার প্রিয়পাত্র হন। অগ্নিদেব রাবণের ভয়ে তেজোহীন হয়ে দুঃখে কেবল ধূম উদ্গীরণ করেন। খল সর্প ও কুটিলতা বর্জন করে।

রাবণের হস্তীদের ভয়ে দিগগজগণ চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। রাবণের কামার্ত চরিতার্থ করার জন্য দেবরমণীগণ ব্যস্ত। ঋতুসমূহ পর্যন্ত তাদের স্বাভাবিক গতি পরিবর্তন করে প্রতাপান্বিত রাবণের সেবায় তৎপর। দুর্ধর্ষ রাবণ নিজের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা পর্ব জেনেও অপহৃতা সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণে অসম্মত।

দেবর্ষি নারদ আরও জানালেন যে হিরণ্যকশিপু ও রাবণের সুযাোগ্য উত্তরসূরীরূপে শিশুপাল অবতীর্ণ হয়েছে। ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে শিশুপাল চতুর্হস্ত ও ত্রিনয়ন বিশিষ্ট অর্থাৎ বিষ্ণু ও শিবের তুল্য শক্তি সম্পন্নরূপে আবির্ভূত হয়। এখন সে নিজশক্তিতে সমস্ত রাজন্যবর্গকে করদ রাজায় পরিণত করেছে। ক্ষমতাগর্বে সে হিরণ্যকশিপু ও রাবণকে উপেক্ষা করে। কারণ হিরণ্যকশিপু ও রাবণ- উভয়েই দৈবশক্তিতে বলীয়ান ছিল। কিন্তু শিশুপাল আপন পৌরুষকারকে অবলম্বন করে জগৎকে উৎপীড়ন করছে। শ্রীভগবান হিরণ্যকশিপু ও রাবণকে যথাক্রমে নৃসিংহ ও রামাবতাররূপে বিনাশ করেছিলেন। এক্ষণে শিশুপালের অত্যাচার থেকে জগৎ-রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণকেই দায়িত্ব নিতে হবে। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় হলেও তাকে করুণা করা অনুচিত। শিশুপালের নিধনেই কেবল জগৎ নিরুপদ্রব হতে পারে- দেবরাজ ইন্দ্রের এই বার্তাই দেবর্ষি শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন। নারদমুখে শিশুপালের উৎপীড়নের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে ওঠে এবং ভ্রুকুটী দেখা দেয়। পরমজ্ঞানী নারদের বুঝতে অসুবিধা হলাে না যে, শিশুপালের বিনাশে শ্রীকৃষ্ণ সম্মত। অতঃপর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় নারদ স্বস্থানে ফিরে যান।